



132608 - জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবশের পর কটে কিস্থোন থকে বরে হব? কাফরেদরে জনহতিকর কাজরে প্রতদিন কী?

প্রশ্ন

সূরা হুদরে ১০৬ ও ১০৭ নং আয়াত সম্পর্কে 21635 নং প্রশ্নরে উত্তরদাতার প্রতি সম্মান রেখে বলছি: আপনারা বলছেন যে জাহান্নামবাসী সখোন চরিস্থায়ী হবে এবং বরে হবে না। অথচ আমসিহীহ বুখারীর অধ্যায় নং: ২, ১২ ও ৭২ তে পড়ছে যে কিছু জাহান্নামবাসীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন এবং তাদের অন্তরে তার প্রতি ঈমান থাকার কারণে তারা জান্নাতে প্রবশে করবে। কোনটি সঠিক? যদি উভয়টি সঠিক হয় তাহলে এ দুটোর মাঝে সমন্বয়ের পদ্ধতি কী? এর উপর ভিত্তি করে কি এটাও বলা যায় যে সূরা হুদে বর্ণিত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে যারা কিছু ভালো কাজ করেছে তারা অনুরূপ সময় জান্নাতে থাকার পরে শেষে জাহান্নামে প্রবশে করবে? যদি এমনটি না হয়ে থাকে তাহলে মাদার তসেরোর মতো যে সমস্ত কাফরে মানবতার কল্যাণে নজিদের জীবন ব্যয় করে কাফরেদরে দেশেই মারা গিয়েছে তাদেরকে কীভাবে প্রতদিন দেওয়া হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যে সমস্ত উত্তর প্রকাশ করছি সেগুলো পড়ার জন্য প্রশ্নকারী ভাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এছাড়া তিনি এগুলোতে নজিরে চিন্তাকে প্রয়োগ করছেন সে জন্যও তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাহ্যতঃ বরোধপূর্ণ মনে হয় এমন বিষয়ে তিনি যে প্রশ্ন করছেন এটি প্রমাণ করে যে তিনি জানতে আগ্রহী এবং যা পড়েন তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেন, ইন শা আল্লাহ।

দুই:

উল্লিখিত প্রশ্নরে উত্তরে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসসমূহের কোনো বৈপরিত্য নাই। এর ব্যাখ্যা নমিনরুপ:

জাহান্নামবাসী দুই প্রকার:



প্রথম প্রকার: তাওহীদবাদী (ঈমানদার); যারা নকে আমলরে সাথে বদ আমলরে মশ্রিণ করছে। তাদরে পাপরে কারণে আল্লাহ তাদরেকে জাহান্নামে প্রবশে করিয়েছেন এবং তিনি চিয়েছেন যে, তারা সখোনে শাস্তিভোগ করুক।

এই প্রকার ব্যক্তরি একটি নিরদিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে শাস্তি পাবে। সে সময়টা আল্লাহই নির্ধারণ করবনে। তারপর তাদরেকে জাহান্নাম থেকে বরে করে আনবনে এবং তাদরে জন্য স্থায়ীভাবে জান্নাত লখিে দবিনে।

এই প্রকার মানুষই প্রশ্নে বরণতি হাদীসসমূহে উদ্দেশ্য। সে হাদিসগুলোতে বলা হয়ছে যে, তাদরে মাঝে বদ্যমান তাওহীদরে কারণে তারা জাহান্নাম থেকে বরে হবে। এরা জাহান্নামবাসী মুসলমি।

দ্বিতীয় প্রকার: কাফরে ও মুনাফকি সম্প্রদায়। এদরে তাওহীদরে প্রতি ঈমান নহে। কুফুরী, শরিক, নাস্তকিতা ও নফিকীর উপর এরা মারা গিয়েছে।

এই প্রকার মানুষরে শাস্তি হবে চরিন্তন। এ প্রকাররে মানুষকে আল্লাহ এই বলে ধমক দিয়েছেন যে, তারা যদি আল্লাহর নির্দেশেতি তাওহীদ (আল্লাহর এককত্ব) ও আল্লাহর জন্য ধর্মকে একনিষ্ঠ না করে তাহলে তারা চরিস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। কনিতু তারা নজিদেরে জন্য কুফরী বছে নয়েছে, জাহান্নামে চরিস্থায়ীভাবে থাকাকে এখতয়ার করছে।

আপনি আপনার প্রশ্নরে শুরুতে যে প্রশ্নোত্তরে কথা উল্লেখ করেছেন, সখোনে সূরা হূদরে যে আয়াতসমূহ আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলোর দ্বারা এই প্রকার মানুষ উদ্দেশ্য।

তনি:

যমেনটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি জিনে রাখুন: এক শ্রগৌ নয়; বরং দুই শ্রগৌর মানুষ জাহান্নামে প্রবশে করবে। এদরে মাঝে এক শ্রগৌ জাহান্নাম থেকে বরে হবে। তারা হছে তাওহীদবাদী মানুষ; যারা এমন কিছু পাপে লপিত হয়েছ যার কারণে তারা জাহান্নামরে উপযুক্ত হয়েছ। অন্য দলটি জাহান্নাম থেকে বরে হবে না। তারা হছে ঐ সমস্ত মানুষ যারা কুফরী করেছে এবং কুফরীর উপর মারা গিয়েছে।

অন্যদকি জান্নাতে কেবেল একটি দলই প্রবশে করবে। তারা হছে তাওহীদে বশ্বাসী দলটি। বান্দা যদি জান্নাতে প্রবশে করে সে কখনো সখোন থেকে বরে হবে না। বরং সখোনে বদ্যমান নিয়ামত সে পতে থাকবে। সখোনে সে দুর্ভাগা হবে না, কষ্ট পাবে না, মারা যাবে না, অসুস্থ হবে না এবং বৃদ্ধ হবে না। একবার এই নিয়ামত পাওয়ার পর আর কখনও এর থেকে বঞ্চিত হবে না।

যদি আপনি বুঝতে পারনে যে মানুষ দুই প্রকার: ঈমানদার ও কাফরে এবং সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান তাহলে আপনি বুঝতে পারবনে যে, কুরআনে জাহান্নাম থেকে বরে না হওয়ার যে বধিনরে কথা বরণতি হয়েছ সেটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো



জাহান্নামের স্থায়ীবাসিন্দা কাফরে ব্যক্তিবর্গ। যমেনটি আল্লাহর বাণীতে এসেছে:

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

“এভাবেই আল্লাহ তাদের কাজসমূহকে তাদের জন্যই আক্সেপে পরণিত করবেন। তারা জাহান্নাম থেকে কখনো বেরে হবে না।”[সূরা বাকারা: ১৬৭]

এছাড়াও তার বাণী:

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

“তারা আগুন থেকে বেরে হতে চাইবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে আর বেরে হবে না। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।”[সূরা মায়দা: ৩৭]

অন্যদিকে সটোভাগ্যবান ও ঈমানদার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে তারা জান্নাত থেকে বেরে হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

“আমি তাদের অন্তরে বদ্বিষে দূর করে দেব। তারা ভাই-ভাইয়ের মত সামনাসামনি আসনে বসবে। সেখানে তাদের কোনও ক্লান্তি আসবে না এবং সেখান থেকে তাদেরকে বেরও করা হবে না।”[সূরা হজির: ৪৭-৪৮]

চার:

আপনার কাছে যদি এটি স্পষ্ট হয় তাহলে এটাও জানা জরুরী যে, কাফরে যদি এমন কোন কাজ করে যার জন্য সে প্রতদিনের হকদার তাহলে দুনিয়াতেই তাকে এর প্রতদিন দেয়া হবে; আখিরিতে না। কারণ সে যে কুফরীতে লিপ্ত এটি তার কাজটি আখিরিতে উপকৃত হওয়ার জন্য কবুল হওয়ার পথে প্রতিনিধক। কারণ আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে— ইসলাম।

ইমাম ত্বাবারী (রাহমিহুল্লাহ) বলেন: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া (অর্থাৎ মুশরকি ব্যক্তি) কোনও ভালো কাজ করে তাকে এর প্রতদিন দুনিয়াতেই দেওয়া হয়। যমেন: সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ভিক্ষুককে দান করা, নরিপায় ব্যক্তির প্রতি দয়া করা ইত্যাদি উত্তম কাজসমূহ। আল্লাহ দুনিয়াতে নগদে তার কর্মের প্রতদিন প্রদান করেন। তার জীবিকায় ও রযিকি প্রবৃদ্ধি দান করেন। তাকে যা দনে তাতে তা দ্বারা তার চক্ষু শীতল করে দেন। তার থেকে দুনিয়াবী অনষ্টিসমূহ প্রতহিত করেন। অনুরূপভাবে আরও কিছু বসিয় প্রদান করেন। কিন্তু তার জন্য আখিরিতে কোনও কিছুই নাই।’[তফসীরুত ত্বাবারী (১৫/২৬৫)]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘কাযী ইয়ায বলছেন: এ ব্যাপারে ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, কাফরেদের কাজসমূহ তাদের কোনো কাজে আসবে না, তারা এর জন্য প্রতিদিন হিসেবে কোনো আখরিতে কোনো নিয়ামত পাবে না, তাদের শাস্ত কিম্বা দোয়া হবে না, যদিও তাদের মাঝে কারো কারো শাস্ত অন্যদের চেয়ে বেশি হবে।’[ফাতহুল বারী (৯/৪৮)]

জনে রাখুন, আল্লাহ তাদের জনহিতকর কাজে প্রতিদিন বনিষ্ট করবেন না। কিন্তু তাদের প্রতিদিন দুনিয়াতেই দোয়া হবে; আখরিতে নয়। অন্যদিকে মুমনি তার নেককাজে প্রতিদিন দুনিয়া ও আখরিতে উভয় স্থানে পাবে।

আনাস ইবনে মালকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কাফরে যখন দুনিয়াতে কোনো পুণ্যের কাজ করে তখন এর বনিমিতে তাকে দুনিয়াতে কোন খাবার খেতে দেওয়া হয়। (আর আখরোতে সে এর কিছুই প্রতিদিন পাবে না)। কিন্তু মুমনির জন্য আল্লাহ তা’আলা আখরোতে তার প্রতিদিনকে সঞ্চিত করে রাখেন এবং দুনিয়াতে তাঁর আনুগত্যের বনিমিতে তাকে জীবিকা দেন।”[হাদীসটি মুসলিম (২৮০৮) বর্ণনা করেন]

অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, “মহান আল্লাহ কোন মুমনির উপর তার নকীর ব্যাপারে যুলুম করেন না। তাকে তার প্রতিদিন দুনিয়াতেও দেওয়া হয় এবং আখরোতেও দেওয়া হবে। কিন্তু কাফরকে ভালো কাজে বনিমি (যা সে আল্লাহর জন্য করে) দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি যখন সে আখরোতে পাড়ি জমাবে, তখন তার এমন কোনো পুণ্য থাকবে না যার বনিমিতে তাকে কিছু (পুরস্কার) দেওয়া যাবে।”

আরও জেনে রাখুন যে, দুনিয়াতে এই প্রতিদিন দেওয়ার বিষয়টিও অবধারিত নয়। বরং এটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

“যে দুনিয়া (দুনিয়া সুখ-শান্তি) চায় তার জন্য আমি যাকে যা দিতে চাই দ্রুত দিয়ে দিই।”[সূরা ইসরা: ১৮]

শানকীভী রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘জনে রাখুন, আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে যে দলীলসমূহ উল্লেখ করলাম যে, কাফরে ব্যক্তি পতিমাতার আনুগত্য করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, অতিথি ও প্রতিবেশীর সমাদর করা, বপিদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা ইত্যাদি ভালো কাজে মাধ্যমে সে পার্থক্যে জীবনে উপকৃত হবে— এ সবই আল্লাহর ইচ্ছার শর্তযুক্ত। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ “যারা দুনিয়ার (দুনিয়ার সুখ-শান্তি) চায় তাদের মধ্যে আমি যাকে যা দিতে চাই দ্রুত দিয়ে দিই।”[সূরা ইসরা: ১৮] উক্ত আয়াতটি এ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলোকে শর্তযুক্ত করে দিয়েছে। আর উসূলে সাব্যস্ত হয়েছে যে শর্তহীন বিষয় (مطلق)–কে শর্তযুক্ত বিষয় (مفيد) দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়। বিশেষতঃ যদি হুকুম ও কারণ অভিন্ন হয়; যমেনটি এখানে ঘটছে।’[আদবওয়াউল বায়ান: (৩/৪৫০)]

'কাফরেদের মাঝে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রতদিন দনে', পূর্বোক্ত এ কথা তা তরেসোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তরেসোর প্রকৃত নাম অ্যাগনিকি গঞ্জা বোজাঝি। সে মূলত মসেডিনেয়ার। ১৯৯৭ সালে সে মারা যায়। সে ছিল একজন খ্রিস্টান পাদরী; য়ে দরদির, ছিন্মূল ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবাকে কাজে লাগিয়ে তাদরেকে খ্রিস্টান বানাতো এবং নজি ধর্মে তাদরেকে দীক্ষতি করত। এ ধরনের কাজকে 'ভালো' কাজ হিসেবে কোনেভাবে গণ্য করা যায় না। সে দুনিয়াতে যা প্রতদিন পাচ্ছে সেটি তার কর্মের প্রতদিন নয়। বরং আল্লাহ তার য়ে দায়িত্ব নিয়েছেন সেটির কারণে। কটে যদি আল্লাহর সাথে কুফরী করে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবনে, য়মেনটি আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“(স্মরণ করো) যখন ইবরাহীম বলছিলেন, “হে প্রভু! একে (মক্কা নগরীকে) একটি নিরাপদ শহর বানিয়ে দনি এবং এর অধবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষে দনি (পরকালে) ঈমান আনবে, ফল-ফলাদি দ্বারা তাদরে জীবিকার ব্যবস্থা করে দনি।” তনি বলছিলেন: “আর য়ে অবশ্বাস করবে তাকেও কিছুদিনের জন্য (এ সব) উপভোগ করতে দেবে, তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ঠেলে দেবে; সেটো কতই না খারাপ গন্তব্যস্থল।” [সূরা বাকারা: ১২৬]

সুতরাং দুনিয়াতে কাফরেদের কর্ম দুই ভাগে বিভক্ত:

এক: এমন দুনিয়াবী ভালো কাজ যার জন্য আল্লাহর নকৈট্য অর্জনরে নয়িত করা শর্ত নয়। য়মেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, অতথিরি সমাদর করা প্রভৃতি। হাদীসে এ ধরণের কর্মই উদ্দেশ্য। য়ে কর্মের কারণে আল্লাহ যদি চান কাফরেকে দুনিয়াতেই প্রতদিন দিয়ে দেওয়া হবে।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে য়ে কাফরে ব্যক্তি য়ে ভালো কাজগুলো করে সেগুলোর বনিমিয়ে তাকে দুনিয়াতে খাদ্য খাওয়ানো হয়। অর্থাৎ য়ে কাজগুলো সে আল্লাহর নকৈট্য হিসেবে করেছে, কনিতু সেগুলোর শুদ্ধতার জন্য নয়িতরে দরকার নহে। য়মেন: য়ে কাজগুলো সে আল্লাহ তাআলার নকৈট্য অর্জনরে জন্য করেছে; য়মেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, দান-সদকা করা, দাস মুক্ত করা, আতথিয়েতা করা ইত্যাদি অন্যান্য ভালো কাজ।’ [শরহু মুসলমি (১৭/১৫০)]

দুই: এমন দুনিয়াবী কাজ যার দ্বারা সে তার ধর্ম প্রচার করা এবং মুসলমিদেরকে তাদরে দ্বীনরে ব্যাপারে ফতিনায় ফলোর উদ্দেশ্য করে। এমন কর্ম এ হাদীসরে অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির হুমকি। কারণ সে এর দ্বারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বমিখ করে এবং এই অসৎ উদ্দেশ্য হাসলি মানুষরে প্রয়োজন, দারদির্য ও অসুস্থতাকে কাজে লাগায়। এর নমুনা হচ্ছে তরেসো এবং তার মত খ্রিস্টধর্মের প্রচারক ও বাতলিরে দকি আহ্বানকারী ব্যক্তিরি।



অন্যদিকে যটো ধর্মীয় কাজ এবং যো কাজরে জন্য নকৈট্য অর্জনরে নয়িত করা শর্ত, যমেন: হজ্জ, উমরা ও দোয়া; এমন কাজরে জন্য কাফরে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখরিতে কোনো বনিমিয় পাবে না। কারণ তার কাজ বাতলি। তার কাজ কবুলরে শর্তগুলোই এখানে অনুপস্থতি। সগুলো হচ্চে ইসলাম, ইখলাস তথা একনষিঠতা এবং রাসুলরে অনুসরণ। অধিকন্তু কাফরেরে আমল ধ্বংস করে দোয়া হবো, সো কয়িমতরে দনি এর থেকে কোনো উপকার লাভ করবো না।